

অষ্টাদশ অধ্যায়

বামনদেবরূপে ভগবানের অবতরণ

এই অধ্যায়ে ভগবান কিভাবে বামনদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে গমন করেছিলেন, এবং বলি মহারাজ কিভাবে তাঁকে সৎকার করে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেছিলেন, সেই কথা বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান বামনদেব শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করে অদিতির গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল ঘন শ্যামবর্ণ, এবং তাঁর পরনে ছিল পীতবাস। শ্রবণ দ্বাদশীতে অভিজিৎ নক্ষত্রে শুভক্ষণে ভগবান আবির্ভূত হন। তখন স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেবগণ, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ঋতুবর্গ সকলেই ভগবানের আবির্ভাবের ফলে হরষিত হয়েছিলেন। তাই এই শুভ দিনটিকে বলা হয় বিজয়া। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান যখন কশ্যপ এবং অদিতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর জনক এবং জননী উভয়েই অত্যন্ত আশ্চর্যাব্বিত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের পর ভগবান বামনরূপ ধারণ করেন। মহান ঋষিরা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কশ্যপ মুনিকে অগ্রবর্তী করে বামনরূপী ভগবানের জাতকর্ম সম্পাদন করেন। বামনদেব তাঁর উপনয়নের সময় সূর্যদেব, বৃহস্পতি, পৃথিবী, স্বর্গ, তাঁর মাতা অদिति, ব্রহ্মা, কুবের, সপ্তর্ষি, প্রভৃতির দ্বারা সম্মানিত হন। তারপর ভগবান বামনদেব নর্মদা নদীর উত্তরভাগে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে, যেখানে ভৃগুশায় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, সেখানে গিয়েছিলেন। মুঞ্জঘাসের মেখলা, মৃগচর্মের উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত, দণ্ড, চক্র এবং কমণ্ডলু ধারণ করে ভগবান বামনদেব বলি মহারাজের যজ্ঞমণ্ডপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য জ্যোতির্ময় উপস্থিতির ফলে, সমস্ত পুরোহিতেরা হতপ্রভ হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা সকলে তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বামনদেবের স্তব করতে লাগলেন। এমন কি শিব পর্যন্ত ভগবানের পদনখ থেকে উদ্ভূত গঙ্গাজল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। তাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালনের পর বলি মহারাজ তৎক্ষণাৎ সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর পিতৃবর্গ সহ তিনি নিশ্চিতভাবে ধন্য হলেন। তারপর বলি মহারাজ বামনদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তাঁকে ধন, রত্ন আদি তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইথং বিরিঞ্চস্ততকর্মবীর্যঃ

প্রাদুর্ভূবামৃতভূরদিত্যাম্ ।

চতুর্ভুজঃ শঙ্খগদাঅঙ্কচক্রঃ

পিশঙ্গবাসা নলিনায়তেক্ষণঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইথম্—এইভাবে; বিরিঞ্চ-স্তত-কর্ম-বীর্যঃ—ভগবান, যাঁর কার্যকলাপ এবং পরাক্রমের প্রশংসা ব্রহ্মাও করেন; প্রাদুর্ভূব—প্রকাশিত হয়েছিলেন; অমৃত-ভূঃ—যিনি মৃত্যু রহিত; অদিত্যাম্—অদিতির গর্ভ থেকে; চতুঃ-ভুজঃ—চতুর্ভুজ; শঙ্খ-গদা-অঙ্ক-চক্রঃ—শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্রধারী; পিশঙ্গবাসাঃ—পীতবসন; নলিন-আয়ত-ঈক্ষণঃ—পদ্ম-পলাশলোচন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানের কর্ম এবং বীর্য সম্বন্ধে স্তব করলে, জন্ম-মৃত্যু রহিত ভগবান অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর চতুর্ভুজ শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্র শোভিত, তাঁর পরনে পীতবসন, এবং তাঁর চোখ দুটি যেন পূর্ণবিকশিত কমলদলের মতো।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অমৃতভূঃ শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান কখনও কখনও একজন সাধারণ মানব-শিশুর মতো জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি জন্ম, মৃত্যু অথবা জরার অধীন। ভগবানের অবতারের আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তদ্ব্রতঃ—ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপ সবই যে দিব্য, তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। জড় জগতে ভগবানের করণীয় কিছুই নেই। যে ব্যক্তি ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন। তাঁর দেহত্যাগ করার পর তাঁকে আর পুনরায় জড় দেহ ধারণ করতে হয় না, তিনি চিৎ-জগতে উন্নীত হন (ত্যাক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন)।

শ্লোক ২

শ্যামাবদাতো ঝষরাজকুণ্ডল-

ত্বিষোল্লসচ্ছ্রীবদনাম্বুজঃ পুমান্ ।

শ্রীবৎসবক্ষা বলয়াঙ্গদোল্লসৎ-

কিরীটকাঞ্চীগুণচারুন্পুরঃ ॥ ২ ॥

শ্যাম-অবদাতঃ—যাঁর দেহ শ্যামবর্ণ এবং সব রকম মোহ থেকে মুক্ত; ঝষ-রাজ-কুণ্ডল—মকরাকৃতি কুণ্ডল; ত্বিষা—কান্তির দ্বারা; উল্লসৎ—উজ্জ্বল; শ্রীবদন-অম্বুজঃ—পদ্মের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল; পুমান্—পরম পুরুষ; শ্রীবৎস-বক্ষাঃ—যাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন; বলয়—বলয়; অঙ্গদ—অঙ্গদ; উল্লসৎ—উজ্জ্বল; কিরীট—মুকুট; কাঞ্চী—মেখলা; গুণ—যজ্ঞসূত্র; চারু—সুন্দর; ন্পুরঃ—নূপুর।

অনুবাদ

ভগবানের দেহ শ্যামবর্ণ এবং সর্বতোভাবে মায়ামুক্ত। মকরকুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখপদ্ম অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, হাতে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, মাথায় মুকুট, কটিদেশে মেখলা, বক্ষে যজ্ঞসূত্র এবং পায়ে নূপুর শোভা পাচ্ছিল।

শ্লোক ৩

মধুব্রতব্রাতবিঘ্নুষ্ঠয়া স্বয়া

বিরাজিতঃ শ্রীবনমালয়া হরিঃ ।

প্রজাপতের্বৈশ্বতমঃ স্বরোচিষা

বিনাশয়ন্ কণ্ঠনিবিষ্টকৌস্তভঃ ॥ ৩ ॥

মধুব্রত—মধুলোভী ভ্রমরদের; ব্রাত—সমূহ; বিঘ্নুষ্ঠয়া—ঝঙ্কৃত; স্বয়া—অসাধারণ; বিরাজিতঃ—অবস্থিত; শ্রী—সুন্দর; বন-মালয়া—ফুলমালার দ্বারা; হরিঃ—ভগবান; প্রজাপতেঃ—প্রজাপতি কশ্যপ মুনির, বৈশ্ব-তমঃ—গৃহের অঙ্ককার; স্ব-রোচিষা—তাঁর জ্যোতির দ্বারা; বিনাশয়ন্—নাশ করে; কণ্ঠ—কণ্ঠে; নিবিষ্ট—পরিহিত; কৌস্তভঃ—কৌস্তভ মণি।

অনুবাদ

ভগবানের গলদেশ এক অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত ফুলমালায় সুশোভিত ছিল, এবং সেই ফুলগুলি অত্যন্ত সুবাসিত হওয়ার ফলে, মধুকরকুল মধুলোভে গুঞ্জন করতে করতে তাঁর চতুর্দিকে উড়ছিল। কণ্ঠে কৌস্তভ মণি ধারণ করে ভগবান যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর কান্তি প্রজাপতি কশ্যপের গৃহের অন্ধকার দূর করেছিল।

শ্লোক ৪

দিশঃ প্রসেদুঃ সলিলাশয়াস্তদা

প্রজাঃ প্রহৃষ্টা ঋতবো গুণাশ্বিতাঃ ।

দ্যৌরন্তরীক্ষং ক্ষিতিরগ্নিজিহ্বা

গাবো দ্বিজাঃ সংজহষূর্নগাশ্চ ॥ ৪ ॥

দিশঃ—সমস্ত দিক; প্রসেদুঃ—প্রসন্ন হয়েছিল; সলিলাশয়াঃ—জলাশয়; তদা—তখন; প্রজাঃ—সমস্ত জীব; প্রহৃষ্টাঃ—অত্যন্ত সুখী; ঋতবঃ—সমস্ত ঋতু; গুণাশ্বিতাঃ—নিজ নিজ গুণ সমন্বিত; দ্যৌঃ—স্বর্গ; অন্তরীক্ষম্—অন্তরীক্ষ; ক্ষিতিঃ—পৃথিবী; অগ্নি-জিহ্বাঃ—দেবতাগণ; গাবঃ—গাভী; দ্বিজাঃ—ব্রাহ্মণ; সংজহষুঃ—সকলে হর্ষাশ্বিত হয়েছিল; নগাঃ চ—এবং পর্বতবৃন্দ।

অনুবাদ

তখন সর্বদিক, নদী, সাগর আদি জলাশয় এবং সকলের হৃদয় নির্মল হয়েছিল। বিভিন্ন ঋতু তাদের নিজ নিজ গুণ প্রদর্শন করেছিল, এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা হরষিত হয়েছিল। দেবতা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত গিরি-পর্বত আনন্দে মগ্ন হয়েছিল।

শ্লোক ৫

শ্রোণায়াম্ শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্তেহভিজিতি প্রভুঃ ।

সর্বে নক্ষত্রতারাশ্চত্বস্তজ্জন্ম দক্ষিণম্ ॥ ৫ ॥

শ্রোণায়াম্—চন্দ্র যখন শ্রবণ নক্ষত্রে অবস্থিত হয়েছিল; শ্রবণদ্বাদশ্যাম্—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে শ্রবণ দ্বাদশীতে; মুহূর্তে—শুভলগ্নে; অভিজিতি—অভিজিৎ নক্ষত্রে, যা

শ্রবণ রাশির প্রথম পক্ষে অভিজিৎ মুহূর্তে (মধ্যাহ্নে); প্রভুঃ—ভগবান; সর্বে—সমস্ত; নক্ষত্র—নক্ষত্র; তারা—গ্রহ; আদ্যাঃ—সূর্য আদি লোক; চক্রঃ—করেছিলেন; তৎ-জন্ম—ভগবানের জন্মদিন; দক্ষিণম্—অত্যন্ত উদার।

অনুবাদ

শ্রবণ দ্বাদশীর দিন (ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী) যখন চন্দ্র শ্রবণস্থ হয়েছিল, অভিজিৎ নক্ষত্রে পরম শুভলগ্নে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবানের আবির্ভাব অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলে মনে করে, সূর্য থেকে শনি পর্যন্ত সমস্ত নক্ষত্র এবং গ্রহ অত্যন্ত উদার ও মঙ্গলপ্রদ হয়েছিল।

তাৎপর্য

নিপুণ জ্যোতিষী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নক্ষত্রতারাাদ্যাঃ শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই প্রসঙ্গে তারা শব্দটির অর্থ হচ্ছে গ্রহগণ। গ্রহদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র নয়। তাই, আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা যে বলে পৃথিবীর সব চাইতে নিকটবর্তী জ্যোতিষ্ক হচ্ছে চন্দ্র, তা বৈদিক বিচার অনুসারে স্বীকার করা যায় না। যেই ক্রম অনুসারে সারা পৃথিবীর মানুষ সপ্তাহের দিন —রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি গণনা করে, তা বৈদিক ক্রমেরই অনুরূপ এবং তা বৈদিক উক্তিকে প্রতিপন্ন করে। ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন জ্যোতির্গণনা অনুসারে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি ভগবানের জন্মদিন উদ্‌যাপন করার জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে অবস্থিত হয়।

শ্লোক ৬

দ্বাদশ্যাং সবিতাতিষ্ঠান্মধ্যদিনগতো নৃপ ।

বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাম্ জন্ম বিদুর্হরেঃ ॥ ৬ ॥

দ্বাদশ্যাম্—দ্বাদশী তিথিতে; সবিতা—সূর্য; অতিষ্ঠৎ—অবস্থান করছিল; মধ্যম্-দিন-গতঃ—মধ্যাহ্নে; নৃপ—হে রাজন্; বিজয়া-নাম—বিজয়া নামক; সা—সেই দিন; প্রোক্তা—বলা হয়; যস্যাম্—যাতে; জন্ম—আবির্ভাব; বিদুঃ—তারা জানে; হরেঃ—ভগবান শ্রীহরির।

অনুবাদ

হে রাজন্! দ্বাদশী তিথিতে ভগবান যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, সূর্য তখন মধ্য গগনে ছিল। পণ্ডিতেরা তা জানেন। এই দ্বাদশী বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ।

শ্লোক ৭

শঙ্খাদুন্দুভয়ো নেদুম্ভদঙ্গপণবানকাঃ ।

চিত্রবাদিত্রতূর্যাণাং নির্ঘোষস্তুমুলোহভবৎ ॥ ৭ ॥

শঙ্খা—শঙ্খ; দুন্দুভয়ঃ—দুন্দুভি; নেদুঃ—ধ্বনিত হয়েছিল; ম্ভদঙ্গ—ম্ভদঙ্গ; পণব-
আনকাঃ—পণব এবং আনক; চিত্র—বিবিধ; বাদিত্র—বাদ্যধ্বনি; তূর্যাণাম্—এবং
অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের; নির্ঘোষঃ—উচ্চ শব্দ; তুমুলঃ—তুমুল; অভবৎ—হয়েছিল।

অনুবাদ

তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, ম্ভদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতির ঐক্যতান ধ্বনিত হয়েছিল। এই
সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৮

প্ৰীতাশ্চান্সরসোহনৃত্যন্ গন্ধর্বপ্রবরা জগুঃ ।

তুষ্টুৰ্মুনয়ো দেবা মনবঃ পিতরোহগ্নয়ঃ ॥ ৮ ॥

প্ৰীতাঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; চ—ও; অঙ্গরসঃ—অঙ্গরাগণ; অনৃত্যন্—নৃত্য
করেছিলেন; গন্ধর্বপ্রবরাঃ—শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ; জগুঃ—গান করেছিলেন; তুষ্টুৰ্ভুঃ—স্তবের
দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করেছিলেন; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; দেবাঃ—দেবতাগণ;
মনবঃ—মনুগণ; পিতরঃ—পিতৃগণ; অগ্নয়ঃ—অগ্নিদেবগণ।

অনুবাদ

তখন অঙ্গরাগণ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গান গেয়েছিলেন, এবং
মুনি, দেবতা, মনু, পিতৃ ও অগ্নিদেবগণ ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব
করেছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ সাকিম্পুরুষকিন্নরাঃ ।

চারুণা যক্ষরক্ষাংসি সুপর্ণা ভূজগোত্তমাঃ ॥ ৯ ॥

গায়ন্তোহতিপ্রশংসন্তো নৃত্যন্তো বিবুধানুগাঃ ।

অদিত্যা আশ্রমপদং কুসুমৈঃ সমবাকিরন্ ॥ ১০ ॥

সিদ্ধ—সিদ্ধগণ; বিদ্যাধর-গণাঃ—বিদ্যাধরগণ; স—সহ; কিম্পুরুষ—কিম্পুরুষগণ; কিম্বরাঃ—কিম্বরগণ; চারণাঃ—চারণগণ; যক্ষ—যক্ষগণ; রক্ষাংসি—রাক্ষসগণ; সুপর্ণাঃ—সুপর্ণগণ; ভূজগ-উত্তমাঃ—শ্রেষ্ঠ ভূজঙ্গগণ; গায়ন্তঃ—ভগবানের মহিমা কীর্তন করে; অতি-প্রশংসন্তঃ—ভগবানের গুণগান করে; নৃত্যন্তঃ—নৃত্য করে; বিবুধ-অনুগাঃ—দেবতাদের অনুচরেরা; অদিত্যাঃ—অদিতির; আশ্রম-পদম্—বাসস্থান; কুসুমৈঃ—ফুলের দ্বারা; সমবাকিরন্—আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, কিম্বর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, শ্রেষ্ঠ ভূজঙ্গ এবং দেবতাদের অনুচরগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করে নৃত্য করতে করতে অদিতির আশ্রম পুষ্পবর্ষণে সমাকীর্ণ করেছিল।

শ্লোক ১১

দৃষ্টাদিতিস্তং নিজগর্ভসম্ভবং

পরং পুমাংসং মুদমাপ বিস্মিতা ।

গৃহীতদেহং নিজযোগমায়য়া

প্রজাপতিশ্চাহ জয়েতি বিস্মিতঃ ॥ ১১ ॥

দৃষ্টা—দর্শন করে; অদিতিঃ—মাতা অদিতি; তম্—তাকে (ভগবানকে); নিজ-গর্ভ-সম্ভবম্—তঁার গর্ভসম্ভূত; পরম্—পরম; পুমাংসম্—ভগবানকে; মুদম্—পরম আনন্দে; আপ—গর্ভে ধারণ করেছিলেন; বিস্মিতা—অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত হয়ে; গৃহীতঃ—গ্রহণ করেছিলেন; দেহম্—দেহ বা দিব্যরূপ; নিজ-যোগ-মায়য়া—তঁার যোগমায়ার দ্বারা; প্রজাপতিঃ—কশ্যপ মুনি; চ—ও; আহ—বলেছিলেন; জয়—জয়ধ্বনি; ইতি—এইভাবে; বিস্মিতঃ—আশ্চর্য্যাবিত হয়ে।

অনুবাদ

অদিতি যখন দেখলেন যে, ভগবান তঁার যোগমায়ার দ্বারা চিন্ময় শরীর ধারণ করে তঁার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ তাকে দেখে বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে জয়ধ্বনি করেছিলেন।

শ্লোক ১২

যৎ তদ্ বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ-

রব্যাক্তচিহ্ন্যাক্তমধারয়দ্ধরিঃ ।

বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ

সম্প্রস্যতোর্দীব্যগতির্যথা নটঃ ॥ ১২ ॥

যৎ—যা; তৎ—তা; বপুঃ—চিন্ময় শরীর; ভাতি—প্রকাশ করেন; বিভূষণ—অলঙ্কার; আয়ুধৈঃ—এবং অস্ত্র সহ; অব্যাক্ত—অব্যাক্ত; চিৎ-ব্যাক্তম্—চিন্ময়রূপে ব্যাক্ত; অধারয়ৎ—ধারণ করেছিলেন; হরিঃ—ভগবান; বভূব—হয়েছিলেন; তেন—তার দ্বারা; এব—নিশ্চিতভাবে; সঃ—তিনি (ভগবান); বামনঃ—বামন; বটুঃ—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী; সম্প্রস্যতোঃ—যখন তাঁর পিতা এবং মাতা উভয়েই দেখছিলেন; দিব্য-গতিঃ—যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত; যথা—যেমন; নটঃ—অভিনেতা।

অনুবাদ

ভগবান অলঙ্কার এবং অস্ত্রসহ তাঁর আদি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই নিত্য রূপ জড় জগতে প্রকাশিত নয়, তবুও তিনি এই রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর, তাঁর পিতা-মাতার সমক্ষেই একজন নটের মতো তিনি বামন ব্রাহ্মণকুমার হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে নটঃ শব্দটি মহত্বপূর্ণ। একজন অভিনেতা বেশ পরিবর্তন করে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করলেও, তিনি একই ব্যক্তি। তেমনই, ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩, ৩৯) বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন (অদ্বৈত-মচ্যুতমনাদিমনস্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষম্)। তিনি অনন্ত অবতাররূপে সর্বদা বিরাজমান (রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ধুবনেষু কিস্ত্ব)। যদিও তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হন, তবুও তাঁরা পরস্পর থেকে অভিন্ন। তিনি সেই শক্তি, সেই নিত্যত্ব এবং সেই চিন্ময়ত্ব সহ সেই আদিপুরুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একই সময়ে বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন। বামনদেব যখন তাঁর মায়ের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি অলঙ্কার এবং অস্ত্রশোভিত চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তারপর তিনি নিজেকে এক ব্রহ্মচারী (বটু) রূপে রূপান্তরিত করেছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে তাঁর দেহ জড় নয়।

যারা মনে করে যে ভগবান জড় রূপ ধারণ করেন তারা নিতান্তই নির্বোধ। তাদের ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। ভগবদ্গীতায় (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ভগবানের আদি স্বরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের দিব্য আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

শ্লোক ১৩

তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ ।

কৰ্মাণি কারয়ামাসুঃ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিম্ ॥ ১৩ ॥

তম্—তাকে; বটুম্—ব্রহ্মচারী; বামনম্—বামন; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; মোদমানাঃ—আনন্দিত হয়ে; মহা-ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; কৰ্মাণি—কর্মক্রিয়া; কারয়াম্ আসুঃ—অনুষ্ঠান করেছিলেন; পুরস্কৃত্য—অগ্রবর্তী করে; প্রজাপতিম্—প্রজাপতি কশ্যপ মুনিকে।

অনুবাদ

মহর্ষিরা সেই বামন ব্রাহ্মণকুমারকে দর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা প্রজাপতি কশ্যপ মুনিকে অগ্রবর্তী করে তাঁর জাতকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ-সন্তানের জন্মের পর সর্বপ্রথমে জাতকর্ম সম্পাদন করা হয়, এবং তারপর ক্রমশ অন্যান্য ক্রিয়া অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু ভগবান যখন বটু বা ব্রহ্মচারী বামনদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখনই তাঁর উপনয়ন সংস্কারও সম্পাদন করা হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

তস্যোপনীয়মানস্য সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ ।

বৃহস্পতির্ব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোহদদাৎ ॥ ১৪ ॥

তস্যঃ—বামনদেবের; উপনীয়মানস্য—উপনয়ন সংস্কারের সময়; সাবিত্রীম্—গায়ত্রী মন্ত্র; সবিতা—সূর্যদেব; অব্রবীৎ—উপদেশ করেছিলেন; বৃহস্পতিঃ—দেবগুরু

বৃহস্পতি; ব্রহ্ম-সূত্রম্—যজ্ঞসূত্র; মেখলাম্—কটিসূত্র; কশ্যপঃ—কশ্যপ মুনি; অদদাৎ—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই বামনদেবের উপনয়নের সময় স্বয়ং সূর্যদেব গায়ত্রী মন্ত্র উপদেশ করেছিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র দান করেছিলেন, এবং কশ্যপ মুনি মেখলা প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

দদৌ কৃষ্ণাজিনং ভূমির্দণ্ডং সোমো বনস্পতিঃ ।

কৌপীনাচ্ছাদনং মাতা দ্যৌশ্ছত্রং জগতঃ পতেঃ ॥ ১৫ ॥

দদৌ—প্রদান করেছিলেন; কৃষ্ণ-অজিনম্—মৃগচর্ম; ভূমিঃ—পৃথিবী; দণ্ডম্—ব্রহ্মচারীর দণ্ড; সোমঃ—চন্দ্রদেব; বনস্পতিঃ—বনের রাজা; কৌপীন—কৌপীন; আচ্ছাদনম্—বসন; মাতা—তঁার মা অদिति; দ্যৌঃ—স্বর্গলোক; ছত্রম্—ছত্র; জগতঃ—সমগ্র জগতের; পতেঃ—প্রভু।

অনুবাদ

পৃথিবী তাঁকে কৃষ্ণাজিন দান করেছিলেন, বনস্পতি চন্দ্রদেব তাঁকে ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্মচারীর দণ্ড) দান করেছিলেন, তঁার মা অদिति তাঁকে কৌপীন বসন দান করেছিলেন এবং স্বর্গ তাঁকে ছত্র দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

কমণ্ডলুং বেদগর্ভঃ কুশান্ সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ।

অক্ষমালাং মহারাজ সরস্বত্যব্যয়ান্ননঃ ॥ ১৬ ॥

কমণ্ডলুম্—কমণ্ডলু; বেদ-গর্ভঃ—ব্রহ্মা; কুশান্—কুশ; সপ্ত-ঋষয়ঃ—সপ্তর্ষিগণ; দদুঃ—দান করেছিলেন; অক্ষমালাম্—রুদ্রাক্ষের মালা; মহারাজ—হে রাজন; সরস্বতী—দেবী সরস্বতী; অব্যয়-আন্ননঃ—ভগবানকে।

অনুবাদ

হে রাজন্, ব্রহ্মা সেই অব্যয় পরম পুরুষকে কমণ্ডলু দান করেছিলেন, সপ্তর্ষিগণ কুশ দান করেছিলেন এবং সরস্বতী দেবী রুদ্রাক্ষের মালা দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তস্মা ইত্যুপনীতায় যক্ষরাট্ পাত্রিকামদাৎ ।

ভিক্ষাং ভগবতী সাক্ষাদুমাদাদম্বিকা সতী ॥ ১৭ ॥

তস্মৈ—তাকে (ভগবান বামনদেবকে); ইতি—এইভাবে; উপনীতায়—যাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়েছে; যক্ষ-রাট্—স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ এবং যক্ষদের রাজা কুবের; পাত্রিকাম্—ভিক্ষাপাত্র; অদাৎ—প্রদান করেছিলেন; ভিক্ষাম্—ভিক্ষা; ভগবতী—মা ভবানী; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; উমা—উমা; অদাৎ—প্রদান করেছিলেন; অম্বিকা—জগন্মাতা; সতী—সতী।

অনুবাদ

এইভাবে বামনদেবের উপনয়ন হলে, যক্ষরাজ কুবের তাঁকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করেছিলেন এবং সাক্ষাৎ ভগবতী জগন্মাতা ভবানী দেবী তাঁকে প্রথম ভিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

স ব্রহ্মবর্চসেনৈবং সভাং সম্ভাবিতো বটুঃ ।

ব্রহ্মর্ষিগণসঞ্জুষ্টামত্যরোচত মারিষঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি (বামনদেব); ব্রহ্ম-বর্চসেন—তাঁর ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা; এবম্—এইভাবে; সভাম্—সভায়; সম্ভাবিতঃ—সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়ে; বটুঃ—ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মর্ষিগণ-সঞ্জুষ্টাম্—ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ সমন্বিত; অতি-অরোচত—অতিক্রম করে শোভাযুক্ত হয়েছিলেন; মারিষঃ—ব্রহ্মচারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

এইভাবে সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী ভগবান বামনদেব তাঁর ব্রহ্মজ্যোতি প্রদর্শন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সৌন্দর্য ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ সমন্বিত সেই সভার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেছিল।

শ্লোক ১৯

সমিদ্ধমাহিতং বহিং কৃৎৱা পরিসমূহনম্ ।

পরিস্তীৰ্য সমভ্যর্চ্য সমিদ্ধিরজুহোদ্ দ্বিজঃ ॥ ১৯ ॥

সমিদ্ধম্—প্রজ্বলিত; আহিতম্—অবস্থিত; বহিম্—অগ্নি; কৃৎৱা—করে; পরি-
সমূহনম্—যথায়থভাবে; পরিস্তীৰ্য—বিস্তার করে; সমভ্যর্চ্য—অর্চনা করে;
সমিদ্ধিঃ—সমিধের দ্বারা; অজুহোৎ—হোম করেছিলেন; দ্বিজঃ—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবামনদেব যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে অর্চনা করেছিলেন এবং তাতে সমিধের
দ্বারা হোম নিবেদন করে যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

শ্রদ্ধাশ্বমেধৈর্যজমানমূর্জিতং

বলিং ভৃগুণামুপকল্পিতৈস্ততঃ ।

জগাম তত্রাখিলসারসভূতো

ভারেণ গাং সন্নময়ন্ পদে পদে ॥ ২০ ॥

শ্রদ্ধা—শ্রবণ করে; অশ্বমেধৈঃ—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; যজমানম্—যজ্ঞকর্তা;
উর্জিতম্—অত্যন্ত মহিমান্বিত; বলিম্—বলি মহারাজকে; ভৃগুণাম্—ভৃগুবংশীয়
ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে; উপকল্পিতৈঃ—অনুষ্ঠিত; ততঃ—সেই স্থান থেকে; জগাম—
গিয়েছিলেন; তত্র—সেখানে; অখিল-সার-সভূতঃ—সমগ্র সৃষ্টির সারাতিসার ভগবান;
ভারেণ—ভারের দ্বারা; গাম্—পৃথিবীকে; সন্নময়ন্—অবনত করে; পদে পদে—
প্রতি পদক্ষেপে।

অনুবাদ

ভগবান যখন শুনলেন, ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে বলি মহারাজ অশ্বমেধ
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, তখন বলি মহারাজের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য সমস্ত
গুণে পরিপূর্ণ ভগবান তাঁর গুরুভারে প্রতি পদবিক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করতে
করতে সেখানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান অখিলসারসভূত। অর্থাৎ, তিনি এই জগতের সমস্ত আবশ্যক বস্তুর অধীশ্বর। যদিও তিনি ভিক্ষা করার জন্য বলি মহারাজের কাছে যাচ্ছিলেন, তবুও তিনি সর্বদাই পূর্ণ এবং তাঁর পক্ষে কারও কাছ থেকে ভিক্ষা করার কিছু নেই। বস্ত্রতপক্ষে তিনি এতই শক্তিশালী যে, তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্যের ভারে তিনি প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করছিলেন।

শ্লোক ২১

তং নর্মদায়াস্তট উত্তরে বলে-

য ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে ।

প্রবর্তয়ন্তো ভৃগবঃ ক্রতুত্তমং

ব্যচক্ষতারা দুদিতং যথা রবিম্ ॥ ২১ ॥

তম্—তাকে (বামনদেবকে); নর্মদায়াঃ—নর্মদা নদী; তটে—তীরে; উত্তরে—উত্তর ভাগে; বলেঃ—বলি মহারাজের; যে—যিনি; ঋত্বিজঃ—যজ্ঞ পুরোহিতগণ; তে—তাঁরা সকলে; ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে—ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে; প্রবর্তয়ন্তঃ—অনুষ্ঠান করে; ভৃগবঃ—ভৃগু মুনির সমস্ত বংশধরগণ; ক্রতু-উত্তমম্—অশ্বমেধ নামক অতি উত্তম যজ্ঞ; ব্যচক্ষতঃ—তাঁরা দর্শন করেছিলেন; আরাৎ—নিকটবর্তী; উদিতম্—উদিত; যথা—সদৃশ; রবিম্—সূর্য।

অনুবাদ

নর্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নিকটে উদিত সূর্যের মতো বামনদেবকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

তে ঋত্বিজো যজমানঃ সদস্যা

হতত্বিষো বামনতেজসা নৃপ ।

সূর্যঃ কিলায়াত্যুত বা বিভাবসুঃ

সনৎকুমারোহথ দিদ্ক্ষয়া ক্রতোঃ ॥ ২২ ॥

তে—তঁারা সকলে; ঋত্বিজঃ—পুরোহিতগণ; যজমানঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী বলি মহারাজও; সদস্যাঃ—সভার সমস্ত সদস্যগণ; হতত্বিষঃ—হতপ্রভ; বামন-তেজসা—ভগবান বামনদেবের তেজের প্রভাবে; নৃপ—হে রাজন; সূর্যঃ—সূর্য; কিল—কি; আয়াতি—আসছে; উত বা—অথবা; বিভাবসুঃ—অগ্নিদেব; সনৎকুমারঃ—সনৎকুমার; অথ—অথবা; দিদৃক্ষুয়া—দর্শন করার বাসনায়; ক্রতোঃ—যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে রাজন, তখন বামনদেবের তেজের প্রভাবে হতপ্রভ ঋত্বিকগণ, যজমান বলি এবং সভাসদেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, যজ্ঞ দর্শন করার বাসনায় স্বয়ং সূর্যদেব, সনৎকুমার অথবা অগ্নিদেব সমাগত হয়েছেন কি না।

শ্লোক ২৩

ইথং শিষ্যেষু ভৃগুশুনেকথা

বিতর্ক্যমাণো ভগবান্ স বামনঃ ।

ছত্রং সদগুং সজলং কমণ্ডলুং

বিবেশ বিভ্রঙ্কয়মেধবাটম্ ॥ ২৩ ॥

ইথম্—এইভাবে; স-শিষ্যেষু—তাঁদের শিষ্য সহ; ভৃগুশু—ভৃগুদের মধ্যে; অনেকথা—নানা প্রকার; বিতর্ক্যমাণঃ—তর্ক-বিতর্ক করে; ভগবান্—ভগবান; সঃ—সেই; বামনঃ—ভগবান বামনদেব; ছত্রম্—ছত্র; সদগুম্—দণ্ড সহ; স-জলম্—জলপূর্ণ; কমণ্ডলুম্—কমণ্ডলু; বিবেশ—প্রবেশ করেছিলেন; বিভ্রং—হস্তে ধারণ করে; হয়মেধ—অশ্বমেধ যজ্ঞের; বাটম্—মণ্ডপে।

অনুবাদ

ভৃগুবংশীয় পুরোহিতেরা এবং তাঁদের শিষ্যেরা যখন এইভাবে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করছিলেন, তখন ভগবান বামনদেব দণ্ড, ছত্র এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাতে নিয়ে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪-২৫

মৌঞ্জ্যা মেখলয়া বীতমুপবীতাজিনোত্তরম্ ।

জটিলং বামনং বিপ্রং মায়ামাণবকং হরিম্ ॥ ২৪ ॥

প্রবিস্টং বীক্ষ্য ভৃগবঃ সশিষ্যাস্তে সহাগ্নিভিঃ ।

প্রত্যগ্ভূন্থ সমুখায় সংক্ষিপ্তাস্তস্য তেজসা ॥ ২৫ ॥

মৌঞ্জ্যা—মুঞ্জ নির্মিত; মেখলয়া—মেখলা সহ; বীতম্—বেষ্টিত; উপবীত—যজ্ঞসূত্র; অজিন-উত্তরম্—মৃগচর্মের উত্তরীয় পরিধান করে; জটিলম্—জটাধারী; বামনম্—ভগবান বামনদেবকে; বিপ্রম্—ব্রাহ্মণ; মায়া-মাণবকম্—মায়া মানুষরূপ; হরিম্—ভগবানকে; প্রবিস্টম্—প্রবেশ করতে; বীক্ষ্য—দর্শন করে; ভৃগবঃ—ভৃগুবংশীয় পুরোহিতগণ; স-শিষ্যাঃ—তাদের শিষ্য সহ; তে—তারা সকলে; সহ-অগ্নিভিঃ—যজ্ঞাগ্নি সহ; প্রত্যগ্ভূন্থ—যথাযথভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; সমুখায়—উঠে দাঁড়িয়ে; সংক্ষিপ্তাঃ—অভিভূত হয়ে; তস্য—তাঁর; তেজসা—তেজের প্রভাবে।

অনুবাদ

মৌঞ্জী মেখলা, যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় ধারণ করে এবং জটাধারী ব্রাহ্মণ বালকরূপে ভগবান বামনদেব সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর তেজের প্রভাবে সমস্ত পুরোহিত এবং তাঁদের শিষ্যগণ হতপ্রভ হয়েছিলেন। তাঁরা তখন তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়ে, প্রণতি নিবেদন করে যথাযথভাবে অভিনন্দন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

যজমানঃ প্রমুদিতো দর্শনীয়ং মনোরমম্ ।

রূপানুরূপাবয়বং তস্মা আসনমাহরৎ ॥ ২৬ ॥

যজমানঃ—বলি মহারাজ, যিনি সমস্ত পুরোহিতদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেছিলেন; প্রমুদিতঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; দর্শনীয়ম্—দর্শনীয়; মনোরমম্—অত্যন্ত সুন্দর; রূপ—সৌন্দর্য; অনুরূপ—তাঁর দেহের সৌন্দর্যের অনুরূপ; অবয়বম্—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; তস্মৈ—তাঁকে; আসনম্—আসন; আহরৎ—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

যাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ তাঁর দেহের সৌন্দর্যের অনুরূপ, সেই ভগবান বামনদেবকে দর্শন করে বলি মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আসন প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

স্বাগতেনাভিনন্দ্যথ পাদৌ ভগবতো বলিঃ ।

অবনিজ্যার্চয়ামাস মুক্তসঙ্গমনোরমম্ ॥ ২৭ ॥

সু-আগতেন—স্বাগত বচনের দ্বারা; অভিনন্দ্য—অভিনন্দিত করে; অথ—এইভাবে; পাদৌ—শ্রীপাদপদ্ম; ভগবতঃ—ভগবানের; বলিঃ—বলি মহারাজ; অবনিজ্য—প্রক্ষালন করে; অর্চয়াম্ আস—অর্চনা করেছিলেন; মুক্তসঙ্গ-মনোরমম্—মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিতে সুন্দর ভগবানকে।

অনুবাদ

তারপর বলি মহারাজ মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিতে যিনি পরম সুন্দর সেই ভগবানকে স্বাগত বচনে অভিনন্দিত করে, তাঁর পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক তাঁর অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

তৎপাদশৌচং জনকল্মষাপহং

স ধর্মবিশ্মুর্ধ্যদধাৎ সুমঙ্গলম্ ।

যদেবদেবো গিরিশশ্চন্দ্রমৌলি-

র্দধার মুগ্ধা পরয়া চ ভক্ত্যা ॥ ২৮ ॥

তৎপাদ-শৌচম্—ভগবানের পাদোদক; জন-কল্মষ-অপহম্—যা জনগণের সমস্ত পাপ বিনাশ করে; সঃ—তিনি (বলি মহারাজ); ধর্মবিৎ—যিনি সর্বতোভাবে ধর্মতত্ত্ব অবগত; মুগ্ধা—মস্তকে; অদধাৎ—বহন করেন; সু-মঙ্গলম্—সর্ব-মঙ্গলময়; যৎ—যা; দেব-দেবঃ—দেবাদিদেব; গিরিশঃ—মহাদেব; চন্দ্রমৌলিঃ—যিনি তাঁর ললাটে চন্দ্রকে ধারণ করেন; দধার—ধারণ করেছিলেন; মুগ্ধা—মস্তকে; পরয়া—পরম; চ—ও; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে।

অনুবাদ

দেবাদিদেব চন্দ্রমৌলি মহাদেব পরম ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম উদ্ধৃত গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। ধর্মজ্ঞ বলি মহারাজও মহাদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের পাদপ্রক্ষালনের জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহাদেবের আর এক নাম গঙ্গাধর। তাঁর ললাটে অর্ধচন্দ্র রয়েছে, তবুও ভগবানের প্রতি তাঁর পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য তিনি সেই চন্দ্রচিহ্নের উপর তাঁর মস্তকে গঙ্গাজল ধারণ করেন। এই দৃষ্টান্তটি সকলেরই অনুসরণ করা উচিত, অথবা অন্ততপক্ষে প্রত্যেক ভক্তের অনুসরণ করা উচিত। কারণ মহাদেব হচ্ছেন মহাজনদের অন্যতম। তেমনই, বলি মহারাজও পরে একজন মহাজন হয়েছিলেন। এক মহাজন অন্য মহাজনের অনুসরণ করেন, এবং মহাজনদের কার্যকলাপের পরম্পরা অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়। গঙ্গার জল পবিত্র কারণ তা বিষ্ণুর পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বলি মহারাজ বামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করেছিলেন, এবং সেই জলও তখন গঙ্গারই মতো পবিত্র হয়েছিল। বলি মহারাজ, যিনি সমস্ত ধর্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত, তিনি মহাদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীবলিরূবাচ

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে ।

ব্রহ্মর্ষীগাং তপঃ সাক্ষান্মন্যে ত্বাৰ্য বপুর্ধরম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—বলি মহারাজ বললেন; সু-আগতম্—সুখে আগমন; তে—আপনাকে; নমস্তুভ্যম্—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; কিম্—কি; করবাম্—করতে পারি; তে—আপনার জন্য; ব্রহ্ম-ঋষীগাম্—মহান ব্রহ্মর্ষিদের; তপঃ—তপশ্চর্যা; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; মন্যে—আমি মনে করি; ত্বা—আপনি; আৰ্য—হে আৰ্য; বপুঃ-ধরম্—মূর্তিমান।

অনুবাদ

বলি মহারাজ তখন বামনদেবকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে আমার আন্তরিক স্বাগত জানাই এবং সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি। আমাদের মনে হয়, আপনি ব্রহ্মর্ষিদের সাক্ষাৎ মূর্তিমান তপস্বরূপ।

শ্লোক ৩০

অদ্য নঃ পিতরতৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্ ।

অদ্য স্থিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যন্তুবানাগতো গৃহান্ ॥ ৩০ ॥

অদ্য—আজ; নঃ—আমাদের; পিতরঃ—পূর্বপুরুষগণ; তৃপ্তাঃ—পরিতৃপ্ত হয়েছেন; অদ্য—আজ; নঃ—আমাদের; পাবিতম্—পবিত্র; কুলম্—বংশ; অদ্য—আজ; সু-
ইষ্টঃ—যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে; ক্রতুঃ—যজ্ঞ; অয়ম্—এই; যৎ—যেহেতু; ভবান্—আপনি; আগতঃ—উপস্থিত হয়েছেন; গৃহান্—আমাদের গৃহে।

অনুবাদ

হে ভগবান, যেহেতু আপনি কৃপা করে আমাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হয়েছেন, আমাদের বংশ পবিত্র হয়েছে এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩১

অদ্যাগ্নয়ো মে সুহতা যথাবিধি

দ্বিজাত্বজ ত্বচ্চরণাবনেজনৈঃ ।

হতাংহসো বার্ভিরিয়ং চ ভূরহো

তথা পুনীতা তনুভিঃ পদৈস্তব ॥ ৩১ ॥

অদ্য—আজ; অগ্নয়ঃ—যজ্ঞাগ্নি; মে—আমার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে; সুহতাঃ—যথাযথভাবে নিবেদিত হোম; যথাবিধি—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; দ্বিজ-আত্মজ—হে ব্রাহ্মণকুমার; ত্বচ্চরণ-অবনেজনৈঃ—যা আপনার শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করেছে; হত-অংহসঃ—যিনি তাঁর সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র হয়েছেন; বার্ভিঃ—জলের দ্বারা; ইয়ম্—এই; চ—ও; ভূঃ—পৃথিবী; অহো—আহা; তথা—তেমনই; পুনীতা—পবিত্র; তনুভিঃ—ক্ষুদ্র; পদৈঃ—শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শের দ্বারা; তব—আপনার।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণকুমার! আজ যজ্ঞাগ্নি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজ্জলিত হয়েছে, এবং আমি আপনার পাদধৌত জলের দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। হে প্রভু, আপনার ক্ষুদ্র চরণ-কমলের স্পর্শের দ্বারা সারা পৃথিবী পবিত্র হয়েছে।

শ্লোক ৩২

যদ্ যদ্ বটো বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে

দ্বামর্থিনং বিপ্রসুতানুতর্কয়ে ।

গাং কাঞ্চনং গুণবদ্ধাম মৃষ্টং

তথান্নপেয়মুত বা বিপ্রকন্যাম্ ।

গ্রামান্ সমৃদ্ধাংস্তুরগান্ গজান্ বা

রথাংস্তথার্থত্তম সম্প্রতীচ্ছ ॥ ৩২ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; বটো—হে ব্রহ্মচারী; বাঞ্ছসি—আপনি বাসনা করেন; তৎ—তা; প্রতীচ্ছ—আপনি গ্রহণ করতে পারেন; মে—আমার থেকে; দ্বাম্—আপনি; অর্থিনম্—কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে; বিপ্র-সুত—হে ব্রাহ্মণকুমার; অনুতর্কয়ে—আমি মনে করি; গাম্—গাভী; কাঞ্চনম্—স্বর্ণ; গুণবৎ ধাম—সুসজ্জিত বাসস্থান; মৃষ্টম্—সুস্বাদু; তথা—ও; অন্ন—অন্ন; পেয়ম্—পানীয়; উত—বস্তুতপক্ষে; বা—অথবা; বিপ্র-কন্যাম্—ব্রাহ্মণকন্যা; গ্রামান্—গ্রাম; সমৃদ্ধান্—সমৃদ্ধ; তুরগান্—অশ্ব; গজান্—হস্তী; বা—অথবা; রথান্—রথ; তথা—ও; অর্হত্তম—হে পূজ্যতম; সম্প্রতীচ্ছ—আপনি গ্রহণ করতে পারেন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণকুমার! মনে হয়, আপনি যেন কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছেন। অতএব, আপনি যা কিছু চান তাই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। হে পূজ্যতম, আপনি আমার কাছ থেকে গাভী, স্বর্ণ, সুসজ্জিত গৃহ, সুস্বাদু আহার্য এবং পানীয়, ব্রাহ্মণকন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, রথ অথবা যা কিছু আপনি চান, তাই গ্রহণ করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'বামনদেবরূপে ভগবানের অবতরণ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।